মিত্রোখিন রহস্য - ৬

মিজানুর রহমান খান

বাঙালি বিপ্লবীদের কাছে চীনের 'চিঠি'

ভাসিলি মিত্রোখিন লিখেছেন, ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করে সামরিক আইন জারির পর সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির সদর দপ্তর অনতিবিলম্বে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইয়াহিয়া খান যাতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন সে লক্ষ্যে তারা সর্বাত্মক তৎপর হয়ে ওঠে। এ রকম একটি অভিযানের নাম অপারেশন রবি। এর ভিত্তি ছিল কেজিবির বৈদেশিক গোয়েন্দা বিভাগ এফসিডির ডিসইনফরমেশন সেল সার্ভিসে প্রণীত দুটো বানোয়াট কাহিনী। (মিত্রোখিন আর্কাইভ, পৃষ্ঠা-৩৪৬)

মিত্রোখিনের বয়ান অনুযায়ী, কেজিবি ১৯৬৯ সালের ৩ জুন চীনা কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির নামে একটি জাল চিঠি প্রেরণ করে ভারতে নিযুক্ত চীনা চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সের কাছে। এতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি দলিলে দেখানো হয়, কাশ্মীরকে তারা এ কটি চীনপন্থি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। ২৮ জুন এই জাল চিঠি দিল্লি ও ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতদের কাছে পাঠানো হয়। সন্দেহাতীতভাবে এই আশায় যে, চিঠির বিষয়বস্তু ইয়াহিয়া খানকে অবহিত করা হবে। একই সঙ্গে পরিচালিত হয় আরেক গোপন মিশন, যার ছদ্মনাম যুবরের (জেডইউবিআর) আওতায় এই মর্মে খবর রটানো হয় যে, আমেরিকানরা ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতায় থাকার যোগ্যতা সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং তারা এ ভেবে শঙ্কিত যে, ইয়াহিয়াকে সরিয়ে একটি বামপন্থি সরকার ক্ষমতায় বসবে; যারা ব্যাংকসমূহের বিরাষ্ট্রীকরণ ও তার জামানত বাজেয়াপ্ত করবে। পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাস ওয়াশিংটনে বার্তা পাঠায় যে, ইয়াহিয়া খান সীমাহীন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তাকে কোনো বৈদেশিক সাহায্য দিলে তা সে গিলে খাবে।

মিত্রোখিন 'রবি' ও 'যুবর' নামের উল্লিখিত অভিযানের পর 'পদ্মা' অভিযানের বিবরণ দিয়েছেন। এর লক্ষ্য ছিল ইয়াহিয়া সরকারকে এই ধারণা দেওয়া যে, চীনারা পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ উসকে দিচ্ছে। সার্ভিসে 'বাঙালি বিপ্লবীদের' কাছে লেখা চীনাদের একটি কথিত চিঠি জাল করে। এতে বিপ্লবীদের প্রতি 'ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ও পাঞ্জাবি ভূস্বামীদের' বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এই বানোয়াট চিঠি বাংলা ভাষায় লেখার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সময় কেজিবির কোনো কর্মকর্তাই ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। উপরন্তু ওই অপারেশন অতিরিক্ত সংবেদনশীল হিসেবে গণ্য হয়। কোনো বাঙালি এজেন্টকে সম্পৃক্ত করাও বিশ্বস্ত মনে করেনি কেজিবি। তাই চিঠি লেখা হয় ইংরেজিতে। (মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৬)

১৯৬৯ সালের নভেম্বরে ওই চিঠি পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রেরণ করা হয়। মিত্রোখিন ৩৪৭ পৃষ্ঠায় এর বর্ণনা দেন এভাবে : আশা করা হয় যে, চিঠিটি ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাছে পৌঁছার আগেই এটি পাকিস্তানি গোয়েন্দারা খুলবে এবং এভাবেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। এই চিঠির একটি কপি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছেও পাঠানো হয়। এ ক্ষেত্রেও আশা করা হয়, তিনি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে হলেও বিষয়টি সম্পর্কে পাকিস্তানিদের অবহিত করবেন। একই সঙ্গে কাবুলের কেজিবি এ জেন্টরা পাকিস্তানি কূটনীতিকদের পূর্ব পাকিস্তানে 'চীনা নাশকতা' সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকস্তানি প্রতিনিধি একই ধরনের রিপোর্ট পেয়ে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন বলে জানা যায়। ৫৬৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট অনুযায়ী, 'পদ্মা' উপাখ্যান বিস্তারিত রয়েছে মিত্রোখিনের অপ্রকাশিত আর্কাইভের ভলিউম ৩, পাকিস্তান সংক্রান্ত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২০৬-২২৪ নম্বর প্যারাগ্রাফে। মিত্রোখিন ও এন্ড্রু লিখেছেন, 'পদ্মা' অপারেশনের ময়নাতদন্তে এটা স্পষ্ট হয় যে, ওই অপারেশনটি সাফল্য বয়ে আনে। বাঙালি বিপ্লবীদের কাছে চীনের কথিত আবেদন পাকিস্তানভিত্তিক বিদেশী কূটনীতিকদের মধ্যে এ কটা সাধারণ জানাজানির বিষয়ে পরিণত হয়। কেজিবি সদর দপ্তর এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, এমনকি আমেরিকানরাও সন্দেহ করেনি, এটা কেজিবির কারসাজি।

এন্ড্রু ও মিত্রোখিন লিখেছেন, ১৯৭১ সালের মার্চে ইয়াহিয়া খান মুজিবকে গ্রেপ্তার এবং পূর্বপাকিস্তানে সামরিক হামলা শুরুর নির্দেশ দেন। ভারতীয় উপমহাদেশে পূর্ব ও পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা মস্কোর স্বার্থ সমুন্নত করে। মস্কোর পছন্দের প্রার্থীরা ইসলামাবাদ ও ঢাকায় ক্ষমতা গ্রহণ করে। যদিও ভুট্টো '৭২ সালের জানুয়ারিতে ৩০টির বেশি বড় প্রতিষ্ঠানের বিরাষ্ট্রীকরণ নিশ্চিত

করেন। তিনি মার্চে মস্কো সফরে যান কিন্তু ক্রেমলিন তাকে মুজিবের চেয়ে বহু গুণ বেশি সন্দেহের চোখেই দেখে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং পরে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভুট্টো ক্রেমলিনের চক্ষুশূলই থাকেন। ভুট্টোর বিদেশনীতির স্থায়ী উপাদান ছিল চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব। তার অনুরোধেই জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ, ভারত থেকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত না আনা পর্যন্ত—ভেটো বজায় রাখে চীন। (পৃষ্ঠা-৩৪৮-৩৪৯)

এখানে উল্লেখ্য চীনপন্থি উগ্র বামপন্থি দলগুলো '৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি। তখন ওই গোষ্ঠীগুলো নিজেদের 'পূর্বপাকিস্তান' বা 'পূর্ববাংলার' দল হিসেবে অভিহিত করত। আর, সিডনি উলপার্টের জুলফি ভুট্টো অব পাকিস্তান গ্রন্থে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, এদের এক নেতা আবদুল হক (স্বাধীনতার পর থেকে আত্মগোপনকারী) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য সাহায্য চেয়েছিল। (পনের আগস্ট পিছন ফিরে দেখা, মতিউর রহমান, ভোরের কাগজ, ১৫ আগস্ট ১৯৯৫)

মিত্রোখিন লিখেছেন, ভুট্টো মাও সেতুংয়ের ঘরানায় পোশাক ও টুপি পরতে শুরু করেন। ১৯৭৬ সালে মাও সেতুংয়ের লাল বইয়ের আদলে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেন। ভুট্টোর এই নয়া মাও প্রীতিতে মস্কো অবশ্য অভিভূত হয়নি। মস্কোর দিক থেকে চীনের সঙ্গে মুজিবের সম্পর্ক ভুট্টোর তুলনায় খুব দুর্বল হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। মুজিব নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেনি। ভারত ও পাকিস্তানের মতোই কেজিবি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে দুর্নীতির সমস্যাকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগায় (মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৪৯)।

এন্ড্রু লিখেছেন, মুজিবের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কখন যেন নিঃশব্দে তা আলগা হতে শুরু করে। আওয়ামী লীগের মধ্যকার ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের পটভূমিতে উত্তেজিত মুজিব ক্রমেই লক্ষ করতে থাকেন তিনি ও বাংলাদেশ একাকার হয়ে পরিণত হয়েছেন বঙ্গবন্ধুতে।

ঢাকার কেজিবি অফিস ১৯৭২ সালের বার্ষিক রিপোর্টে স্বীকার করেছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম বছরে মুজিবের ঘনিষ্ঠ কোনো এজেন্ট নিয়োগে তারা ব্যর্থ হয়। (মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৩৫০)

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর কেজিবি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, আওয়ামী লীগ পুরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে পারবে এবং চীনপন্থি বামরা হবে প্রধান বিরোধী শক্তি। সার্ভিসে প্রণীত বিপুলসংখ্যক ধানোয়াট গল্প প্রচারণার লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিব এবং বাংলাদেশী গণমাধ্যমকে চীনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। রটানো হয়েছে বামপন্থি বিরোধী দলের যোগসাজশে চীনারা চক্রান্তে লিপ্ত। তবে মুজিবের প্রতি প্রকৃত হুমকি মাওবাদীদের কাছ থেকে নয়, সশস্ত্র বাহিনীর ভেতর থেকে এসেছে। এ বিষয়টি মিত্রোখিনের অপ্রকাশিত আর্কাইভে বাংলাদেশ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রয়েছে। (মিত্রোখিন, পৃষ্ঠা-৫৬৮)

মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক।

সপ্তম কিস্তি : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কেজিবি পুরস্কৃত